যুদ্ধ মুসলিম বিশ্বের সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে

Posted on February 17, 2011 by ummatpublication

যুদ্ধ মুসলিম বিশ্বের সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে

পৃথিবীতে বিদ্যমান প্রত্যেকটি বাহিনীর একমাত্র উদ্দেশ্য জনগনকে তাদের শত্রু বাহিনী থেকে রক্ষা করা। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের বিদ্যমান বাহিনীগুলোর একম ত্র উদ্দেশ্য মুসলিমদের শত্রুদের স্বার্থগুলোকে রক্ষা করা!এইটি আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি বক্রাঘাতমূলক অবস্থা!এই বাহিনীগুলো দুইটি উদ্দেশ্য কাজ করে: রাজা অথবা প্রেসিডেন্টদের সাথে তাদের সহযোগীদেরকে রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়ত, উম্মাহর শত্রু, ইহুদী এবং ক্রুসেডারদের রক্ষা করা।

এই বাহিনীগুলো খিলাফাহ এবং ইসলামিক আইন প্রতিষ্ঠার প্রতিটি এবং প্রত্যেকটি চেষ্টাকে বন্ধ করে দিচ্ছে। যারা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তারা ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং এমনকি তারা শান্তিপূর্নভাবে সরকারে পৌছতে চায় বুঝাতে চাচ্ছি কি ঘটেছিল অতীতে আলজেরিয়াত তাদের বিরুদ্ধেও দাঁড়ায়। অন্যভাবে বলা যায় এই বাহিনীগুলোর উপস্থিতিতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।

ইসলামিক আইন বর্ননা করে যেকোন আবশ্যক(ফরজ) কিছু প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক(ফরজ) হয়ে উঠে। ইসলামিক শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক(ফরজ), এবং আল্লাহতাআলার জন্য যুদ্ধ করা আবশ্যক(ফরজ), এবং ঐটি যদি এই বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়া প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হয় তাহলে ঐটি(যুদ্ধ) আবশ্যক(ফরজ) হয়ে উঠে।

এই বাহিনীগুলো মুসলিম বিশ্বের মধ্যে নিজ ধর্ম ত্যাগকারীদের রক্ষক। তারা শরীয়াহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যারা এইটি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে তাদের হত্যা করে। পাকিস্তান, সোমালিয়া এবং মাগরিবে তারা আমেরিকার জন্য মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। যদি এই বাহিনীগুলোর সাথে এই ঘটনাটি ঘটে তারা কিভাবে যেকোন জায়গায় তাদের নিন্দা করতে পারে যারা কিনা যুদ্ধ করছে এই বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে, তারা কিভাবে তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে অভিযুক্ত করছে?!এই ফিকহকে কি প্রকারের বিকৃত করা হয়েছে?

সৈন্যদের উপর নিন্দা করা উচিত যারা কিনা অতি নগন্য কিছু অর্থের বিনিময়ে নির্দেশ পালন করতে ইচ্ছুক ছিল যেখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সোয়াতে মুসলিমদের হত্যা করার জন্য , লাল মসজিদে বোমা

মারার জন্য, অথবা সোমালিয়াতে মহিলা এবং শিশুদের হত্যা করার জন্য বলে। এই সৈন্যরা আবেগ অনুভূতিহীন জানোয়ার,শয়তানের পূজারী যারা কিনা তাদের ধর্মকে কিছু ডলারের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। এই বাহিনীগুলো উম্মাহর এক নাম্বার শত্রু। তারা সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট।যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের জন্য প্রশংসা এবং প্রশংসা তাদের যারা তাদেরকে হত্যা করতে গিয়ে শহীদ হয়।